

জাতীয় সংসদে ধর্ষকদের ‘ক্রসফায়ারে’ হত্যার দাবি

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর গভীর উদ্বেগ ও প্রতিবাদ

জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সরকারি ও বিরোধী দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা ধর্ষককে সরাসরি ক্রসফায়ারে দিয়ে হত্যার দাবি জানান। এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) গভীর উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ জাতীয় সংসদের অনির্ধারিত আলোচনায় সরকারি ও বিরোধী দলীয় নেতারা ধর্ষককে সরাসরি ক্রসফায়ারে দিয়ে হত্যার দাবি জানান।

‘ক্রসফায়ার’ এর মতো আইনবর্হিত, নিষ্ঠুর ও অমানবিক পন্থাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করা একাধিক ব্যক্তির এমন দাবি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আসক দীর্ঘদিন ধরে ‘ক্রসফায়ার’ আইন ও সংবিধানবর্হিত বলে উল্লেখ করে তা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে আসছে। আসক মনে করে, সংসদ সদস্যদের এমন বক্তব্য আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অন্তঃরায় হয়ে দাঁড়াবে। সাংসদদের বক্তব্যে তারা একইসাথে স্বীকার করে নিয়েছেন, সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ‘ক্রসফায়ারে’র নামে বিচারবর্হিত হত্যাকাণ্ডকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। অথচ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সবসময় দাবি করে এসেছে যে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে তারা গুলি চালাতে বাধ্য হচ্ছে।

সংসদে আইন প্রণেতাদের এ সংক্রান্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়ার দাবি জানাচ্ছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। আসক মনে করে যেকোন ব্যক্তির বিচার লাভের অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। সংবিধানে আরো বলা আছে কাউকেই বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলাদিতেও এ অধিকার স্বীকৃত যেগুলো বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে। এছাড়া জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে যে সকল সংসদ সদস্য এমন নিষ্ঠুর, অমানবিক ও আইন বর্হিত পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানিয়েছেন তাদের নিজ রাজনৈতিক দল নির্বাচনী ইশতেহারেও বিচার বর্হিত হত্যাকাণ্ড বন্ধের অঙ্গীকার করেছিল। তা সত্ত্বেও সংসদ সদস্যদের এমন দাবি নিঃসন্দেহে প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার লঙ্ঘন।